মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৬ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন। নিয়মিত মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলার ৩ জন আসামী রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১জন, মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ৩ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (৬ জুলাই) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৭জুলাই) ভোর রাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।
এদিকে সদর থানায় চুরির অভিযোগে ১ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে। এঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছেন। এবং একটি রিকসা উদ্ধার আছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে চুলাই মদসহ দুই জন গ্রেফতার

২৭ লিটার চুলাই মদসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। বুধবার কোটচাঁদপুর ব্রীজঘাট মোড় থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

আটককৃতরা হলেন কোটচাঁদপুর সলেমানপুর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের

ছেলে আজাদ হোসেন ও পোস্ট অফিস পাড়ার আবদুল করিমের ছেলে আওলাদ হোসেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক সিরাজুল আলম জানান, বুধবার ভোর ৪ টার দিকে থানার ডিউটিরত কর্মকর্তার মোবাইলে ৯৯৯ থেকে একটি সড়ক দুর্ঘটনার কথা জানান। এ খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুই জনকে আহত অবস্থায় দেখতে পাই। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩ টি প্লাস্টিকের জারে থাকা ২৭ লিটার দেশীয় চুলাই মদ উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, মদ নিয়ে তারা রিক্সা করে আলামপুর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কোটচাঁদপুর ব্রীজঘাট মোড় পৌছালে রিক্সাটি পাশের থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেয়। এতে রিকশা চালক আজাদ ও মদ বহনকারী আওলাদ গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা হয়েছে। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীর সহড়াতলার সেই বখতিয়ার রহমান গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের ভানুয়ারা খাতুনকে নির্যাতনকারী সেই বখতিয়ারকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ জুলাই) দিবাগত রাতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বখতিয়ার রহমানকে গ্রেফতার করে। বখতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের মুক্তার আলীর ছেলে।

এসআই আতিকুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃত বখতিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে ভানুয়ারা খাতুন নামের একজন নারীকে মারধরের অভিযোগে তার স্বামী সামছুল হক বাদী হয়ে ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৫০৬/১১৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১২, তারিখ ০৫/০৭/২০২২ইং।

উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই বকতিয়ার রহমান তার ফুফু শাশুড়ি ভানুয়ারা খাতুনকে আম চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধর করে আহত করে। এঘটনায় আহত ভানুয়ারা গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

গাংনী থানা পুলিশের এএসআই মোহাম্মদ আলী ঘটনার তদন্ত করতে যান গ্রামে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে বকতিয়ার গত বৃহম্পতিবার আবারো ভানুয়ারা কে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। এসময় স্থানীয়রা ভানুয়ারা খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলার ৯ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।
আসামীদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলার ১ জন আসামী রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ জন, জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন, সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৪ জন, জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ জুলাই) সকাল থেকে আজ বুধবার (৬জুলাই) ভোর রাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

এদিকে গাংনী ও সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অন্যান্য আইনে পৃথক ৪ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় গণ ডাকাতির মামলায় ৬ দিনে আটক ১৪,আদালতে সোপর্দ-১০

চুয়াডাঙ্গার গহরপুর-সাড়াবাড়িয়া সড়কে গাছ ফেলে ভয়াবহ গণ ডাকাতির ঘটনায় পুলিশের দফায় দফায় অভিযানে আটকের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৪ জন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর-সড়াবাড়ীয়া সড়কের শালিকচরা মাঠ নামকস্থানে গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে ১৫/১৬ জনের একদল সংঘবদ্ধ মুখাশধারী ডাকাতদল ব্যাপক তান্ডব চালায়।

ঘটাব্যাপী এ তান্ডবে গরু ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও সাধারণ মানুষকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা, ১০/১২ ভরি সোনার গহনা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এসময় ডাকাতরা বেশ কয়েকজনকে মারধরও করেছে।

ভয়াবহ এ ডাকাতি ঘটনায় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেন ঝিনাইদহ উপ-শহরপাড়ার মুরালি মোহন সাহার ছেলে রণি সাহা। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর।

ঘটনার পর থেকেই পুলিশের গ্রেফতার অভিযান শুরু হলেও মালামাল উদ্ধারের কোন কুল-কিনারা হয়নি। ওসি লুৎফুল কবীর জানান, ঘটনার পর থেকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫ দিনে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে ১৪ জনকে।

তবে গ্রেফতারকৃতদেরও নাম পরিচয় জানানো হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে। এদের মধ্য ৪ জনের ডাকাতির সঙ্গে কোন সম্পৃক্ততা না থাকায় পরিবারের হেফাজতে দেওয়া হয়েছে ও বাকী ১০ জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদেরও ব্যাপক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের কোন তথ্য মিলছে কিনা তাও জানাতে গড়িমশি করছে পুলিশ। তবে ১০ জনের মধ্যে ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের রিমান্ডের আবেদন করা হবে বলেও জানান ওসি লুৎফুল কবীর।

তাহলে কি বাকী অন্য ৬ জনও ওই ৪ জনের মত নির্দোষী এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকের মধ্যে। ডাকাতির ঘটনায় আটককৃতদেরও তথ্য ও নাম পরিচয় কেন দিচ্ছেনা পুলিশ তা নিয়েও অনকটা গোলক ধাধার সৃস্টি হচ্ছে। তবে ওসি লুৎফুল কবীর বলছেন, মামলার তদন্তের স্বার্থে নাম পরিচয় ও তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।

ঝিনাইদহে গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ ওবাইদুর রহমান (২৮) ও শামীম মোল্লা (২৮) নামে ২জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬। সদর উপজেলার সাধুহাটি এলাকার ধর্মতলা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃত ওবাইদুর রহমান ফরিদপুর সদর উপজেলার রামখন্ড গ্রামের মন্টু শেখের ছেলে ও শামীম মোল্লা একই গ্রামের হাসেম মোল্লার ছেলে।

জানা গেছে, মাদক বিক্রির খবর পেয়ে র্যাব ক্যাম্পের একটি অভিযানিক দল সাধুহাটি ধর্মতলায় অভিযান চালিয়ে মাদক কেনা-বেচার সময় হাতে নাতে ওবাইদুর রহমান ও শামীম মোল্লা নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে।

এসময় ১৪ কেজি গাঁজা ও ২৩ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয় । তাদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের ও হস্তান্তর করা হয়েছে। ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর শরিফুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক সেবনকারীর জেল জরিমানা

মেহেরপুর গাংনীতে গাঁজা ও ফেন্সিডিল রাখার অপরাধে আবু সায়েম (৩৫) নামের এক মাদক সেবীকে এক মাসের জেল ও ২০০ টাকা জরিমানা প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম এ জেল জরিমানা প্রদান করেন। মাদকসেবী আবু সায়েম গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের পলদা পাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আবু সায়েম তান নিজ বাড়িতে মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন গোপন সাংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৩ পুরিয়া গাঁজা ও ১ বোতল ফেন্সিডিলসহ আবু সায়েমকে আটক করে।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)নাজমুল আলম ভ্রাম্যমান আদালতে বসিয়ে ২০১৮ সালের ৩৬/৫ ধারায় ১ মাসের বিন আশ্রম কার দন্ড ও নগদ ২০০ টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় এক ব্যক্তির ২ বছরের কারাদন্ড

ফেনসিডিল মামলায় মফিজ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস।

আজ সোমবার (৪ জুলাই) দুপুরের দিকে মামলার এ রায় দেন তিনি। দন্ডিত মফিজ গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাসমহল গ্রামের চাঁদ মহাম্মদের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারী বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় তেঁতুলবাড়িয়ার গোলামের জমির উপর ফাঁকা যায়গায় ফেনসিডিল কেনা বেচার সময় গোপন সংবাদে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)র এএসআই জিয়াউর রহমান অভিযান চালিয়ে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ মফিজকে আটক করেন। এঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ বি(২) ধারায় একটি মামলা করা হয়।

পরে এ মামলার তদন্ত করার জন্য ডিবি পুলিশকে দেন গাংনী থানা পুলিশ। মামলা ডিবি পুলিশের এসআই ফজলুল হক তদন্ত করে আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারায় অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাবস্ত্য করে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদন্ড দেন বিচারক।

মামলায় সরকারী পক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রশিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামী পক্ষের কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট আব্দুল আল মামুন রাসেল।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১০ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলার ৮ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জনসহ ১০ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল রবিবার (৩ জুলাই) থেকে আজ সোমবার (৪ জুলাই)ভোর রাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক আভিযান চালিয়ে এসব আসামী

গ্রেফতার করেন পুলিশ। মেহেরপুর পুলিশের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় মুজিবনগর থানা পুলিশ ৫ আসামী, সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জনসহ ৪, গাংনী থানা পুলিশ ১ আসামী গ্রেফতার করেছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী,মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় , সদর থানায় ৪ টি, মুজিবনগর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় ২ টি মামলা এফআইআরভুক্ত হয়েছে। গ্রেফতারকৃদের আজ সোমবার (৪ জুলাই) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা ও নিয়মিত মামলার ১৫ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এসব আসামীদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৬ জন, সিআর মামলায় ৪ জন ও নিয়মিত মামলার ৩ আসামী এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে সদর ও গাংনী থানার বিভিন্ন স্থানে আজ শনিবার (২ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক পৃথক অভিযানে এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এসব গ্রেফতার

অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় গাংনী থানায় বিভিন্ন অভিযোগে ৫ টি ও সদর থানায় ১ টি মামলা এফআইআর করা হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (২ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।